সিমলা-মানালী ভ্রমন

সুমিত আদক

সিমলা--- উত্তর -পশ্চিম হি মালয়ের কোলে ভারতের বৃহত্তম পাহাড়ি শহর সিমলা ২২১৩মিঃ উঁচুতে অবস্থিত।হিমালয় জাদু জানে। সেই জাদুর আকর্ষণে হাজার হাজার ভ্রমণপিপাসু আসেনবছরের পর বছর। তবে দী র্ঘ অতীতে হাজার হাজাররাজপুত এসে আশ্রয় নেয় এই হিমাচলে। কালে কালে তারা স্থানীয়দেরহটিয়ে নিজ নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, শৌর্য আর সুশাসনের গুণে গড়ে তোলে ছোটছোট রাজপুত রাজ্য। প্রত্যেকই তারা স্বাধীন---প্রত্যেকেইস্বতন্ত্র। এমনকি শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্যওএদের স্ব স্ব স্বকীয়তায় বিদ্যমান। হিমাচলের উত্তর-পশ্চিমে ১২ কিমিপ্রশস্ত অর্ধ চন্দ্রাকার এক শৈলশিরায়নয়নাভিরাম প্রকৃতির মাঝে সিমলা শহর।

উনিশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ শাসনধীনভারতবর্ষে গোর্খা অসন্তোষ দেখা দেয়। গোর্খাদের সায়েস্তা করতে১৮১৯ সালে সিমলা গ্রামে ইংরেজরা এসে জড়ো হল।প্রথম কয়েক বছর টেন্ট খাটিয়ে চলল রাজ্যপাটের কিছু কাজকর্ম। এবং গোর্খাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর পরে এ শহরেরজন্ম হলো ইংরেজদের হাতে। ওক, পাইন, ফার আর রডোডেনড্রন গাছেরভীড়ে শৈলশহরের বিস্তার ১৮ বর্গ কিমি। সিমলার রাজকীয় ইমারতেরগঠনশৈলীতে ব্রিটিশ স্থাপত্য শিল্প দেখা যায়। মূলত ম্যালের সৌন্দর্য এবং দূষণমুক্ত পরিবেশপর্যটক মনকে অতিমাত্রায় প্রভাবিত করে।সিমলার কথা মানেই বাঙালী মনের কথা অর্থাৎসিমলা কালী বাড়ীর কথা। সস্তায় থাকা-খাওয়া আর বাঙালি খোশগল্পেরআড্ডার জন্য এই জায়গা এক নম্বরে। কালী মন্দির কিছুটা উঁচুতে অবস্থিতহওয়ায় শহরের দৃশ্য এখান থেকে দাণ দেখায়। চন্ডি শ্যামা আর কালী এই তিনবিগ্রহ নিয়ে মন্দির। সিমলা আসতে হলে প্রথমে পৌঁছাতে হবে রেল টার্মিনাসকালকায়। কালকা থেকে ট্রেনপথে ৯০ কিমি দূরে সিমলা শহর। বাস টার্মিনাস বাছোট ট্রেনের স্টেশন থেকে পথ উঠে গেছে ১ কিমি দূরে যেখান থেকে ম্যালেরশু। শুতেই কিছু হোটেল ও কালিবাড়ি। স্টেসন বা বাস টার্মিনাস থেকেকুলির পিঠে মালপত্র চাপিয়ে হোটেলে পৌঁছাতে হবে পায়ে হেঁটে। কারণএই পথটুকু সাধারণের জন্য গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। হেডপোষ্ট অফিস, পুরানো চার্চ, ব্যাঙ্ক, রিট্রিট, ট্যুরিজিমের অফিসআর আলো দিয়ে সাজানো জামাকাপড় ও নানান খাবারের সুন্দর সুন্দর দোকান। ম্যালের শেষভাগে গান্ধিমূর্তি, তারপর ডানদিকে রাস্তা নেমে গেছেমূল বাজারে এবং বাঁদিকের রাস্তা গেছে লক্করবাজার।বাস টার্মিনাসে। প্রসপেক্ট হিল, সামার হিল, অবজারভেটরি হিল,ইনভেরাস, এলিসিয়াস, বানটনি, জাকু---এই সাত পাহাড়ে গড়া সিমলা পাহাড়।

শৈল শহরের হৃদপিন্ড মেমসাহেবদের ম্যাল, পায়ে পায়ে বেড়াবার মনোরম আনন্দনিকেতন। রাতের আলেকমালায় রূপবাড়ে ম্যালের। ম্যালের শেষে নিও-গথিকশৈলীতে তৈরী কর্ণেল J.T.Boilean-র নক্সায় গড়া
অ্যাঙ্গলিসিয়ান ক্রাইষ্ট চার্চ। যারস্থাপত্যশৈলী মনকে ভাবায়। সিমলা শহরে এবং তার আশেপাশে কতকগুলিদেখার জায়গায় রয়েছে। তারমধ্যে শহর থেকে ৩ কিমি দূরে সরকারীমিউজিয়াম, ৫ কিমি দূরে প্রসপেক্ট হিল (২১৫৫ মি)। এখানথেকে পাহাড় এবং উপত্যকার দৃশ্য ও সূর্যাস্ত অতি মনোরম।পাহাড়ের চূড়ায় কামনাদেবীর মন্দির। ৫ কিমি দূকে সামার হিল(১,৯৮১মি)। ঘনজঙ্গল, সবুজ গাছের মেলা,জঙ্গল ট্রেকিং-এর অপূর্ব নিদর্শন। ৭ কিমি দূরে চাদউইক জলপ্রপাত। ৭০মি দীর্ঘ জলপ্রপাত এর পূর্ণসৌন্দর্য্য উপভোগ করতে হলে বর্ষাকালে এখানে আসা উচিত। ১৫৮৬ মিটারউঁচু পাহাড়ের বুক থেকে গড়িয়ে নামছে দুধ সাদা ফেণাযুক্ত জল। জল পড়ারশব্দ শুনতে শুনতে মন উদাস হয়ে যারে। তখন মনে হবে স্বর্গ নেমে এসেছে মর্ত্যের বুকে।
সিমলা থেকে ১৬ কিমি দূরে ২৫০১ মিঃ উচ্চতায় কুফরি। শরতের কুফরি সবুজ তবেশীতকালে এর সৌন্দর্য্য আরও বাড়ে। তুষার ভ্যালিতে তখন স্কিয়ের আসর বসে। আর একটু উপরে মহাসুপিক। দেবতা মহাসুনাগ থেকে এই জায়গার নাম। এখানে নাগদেবতারমন্দির আছে। কুফরির থেকে জঙ্গলের বুক চিরে,পাহাড় পেঁচিয়ে ট্রেক পথে উঠে গেছে ফাগু ভ্যালিতে। ফাগু ভ্যালিরউচ্চতা ২৫১০ মিঃ। ফান্ডটপে যেতে কুফরি ছাড়িয়ে সডকপথে আরও ৩কিমিএগিয়ে গোল্লুতে পৌঁছান। ফাগুর প দেখা জীবনের পরম সৌভাগ্য।

সিমলা থেকে২২ কিমি দূরে ২০৪৪ মিঃ উচ্চতায় নলদেরা। ফাগু থেকে নলদেরা খুবইকাছে। এখানে উন্নত গল্ফ কোর্স আছে। নলদেরা থেকে ১০ কিমি আর সিমলা থেকে১২ কিমি দূরে ওক, পাইন আর দেবদার শান্ত ছায়ায় মাসোব্রো। ২১৪৮ মিঃউচ্চতায় এখানে একটি দুর্গামন্দির আছে। এইসমস্ত ভালোভাবে করতে হলে নিজ সু ব্যবস্থায় ছোট গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। ঠিকমতো দরদাম করতেপারলে ৬০০-৮০০ টাকার মধ্যে রফা হয়ে যেতে পারে।

কতগুলি বিষয় অবশ্য মনে রাখবেন ঃ----
(ক) সিমলায় আপনায় হোটেল বুকিং করান।থাকলে, অযথা কুলিদের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না, অসংখ্য হোটেল আছে নিজেরা একটু ঘুরে হোটেল খুঁজে নিন।

(খ) সিমলা কালীবাড়িতে বুকিং না করে যাবেন না।বুকি-এর ঠিকানা সেক্রেটারি, সিমলা কালীবাড়ি,

কালীমন্দির মার্গ, সিমলা-১৭১০০১ ফোন ঃ ২৫৬৯৬৪। ডার্মিটারিতে স্পট বুকিংএর ব্যবস্থা আছে।

(গ) সিমলা স্টেশন অথবা বাস টার্মিনাস জি-রোজগারের আশায় কুলি স্থানীয় লোকেরা অযথা জটলা পাকায় তার ফলে দেখা যায়মালপত্র কিছু গায়েব হয়েছে। মালপত্র ঐ সময় নিজ বর্ধিত দায়িত্বে রাখা উচিত।

কীভাবে যাবেন ঃ— হাওড়া থেকে কালকা মেলে দু-রাতের পথ। কালকাস্টেশনে সকালে পৌঁছবার পর সেখান থেকে টয়ট্রেনে চেপে ১০৩ খানাপাহাড়ী টানেল পার হয়ে অথবা সড়কপথে ৯০ কিমি পথ অতিক্রম করে সিমলাপৌঁছানো যায়। টয়ট্রেনের যাত্রাপত অতি মনোরম। পাহাড়র কোল ঘেঁষে,কখনো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে, কখনো ঝরণার মধ্যে দিয়ে চলে যেনস্বপ্নের পথ ধরে।

সিমলা থেকে সিমলার দর্শনীয়স্থান দেখার জন্যে বাসে অথবানিজস্ব ব্যবস্থায় গাড়ী বুক করে কনডাকটেড ট্যুরে যাওয়া যায়।
১) কুফরি, ফাগু, নেচার পার্ক, চিনি বাংলো,নলদের মাসোব্রা বাসে মাথাপিছু ভাড়া ১৫০ টাকা।
২) কুফরি, ফাগু, ফিয়োগ, মতিয়ানা, নারকান্ডবাসে মাতাপিছু ভাড়া ২০০ টাকা।
৩) কুফরি, ফাগু চিনিবাংলো, নেচার পার্ক,চেইল, কিয়ারিঘাট, ললদের, তপ্তপানি বাসে ২২০ টাকা মাথাপিছু।
আর প্রত্যেকটি সফর আলাদা ভাবে মাতি গাড়ীনিয়ে গেলে ৪ জনের জন্যে গাড়ি পিছু ৪০০ থেকে ১০০০ টাকা লাগবে।

কোথায় থাকবেনঃ----
(ক) সিমলারপ্রাইভেট হোটেল ২৫০ থেকে ৬৫০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে। হিলটপ(ফোনঃ২৫৭২৮৩)সানভিউ (ফোন ঃ ২৯২৫৪৮), কোহিনূর(ফোন ঃ ২০২২০০৮), গ্রীনল্যান্ড(ফোন ঃ ২৫৫৬৪০), মহারাজা(ফোন ঃ ২০২০০৮), রাজধানী (ফোন ঃ ২১৩২২৮)

(খ) অসংখ্য হলিডে হোম আছে, যেমন UCO Bank (Phone : 2351778), Sail (Phone: 474139-99), Canara Bank(Phone : 2427105), SBI (Phone : 6692084), Howrah Gramin Bank (Phone- 6506087) সিমলার STD Code No. :0299

কোথায়খাবেন ঃ— খারার হোটেলও আছে নানান সিমলা পাহাড়ে। ম্যাল ট্যুরিষ্টঅফিসের বিপরীতে চার্চের পিছনে HPTDC রহোটের আশিয়ানায় নন ভেজ তথা চিকেন মাখনবালা, আশিয়ানার নীচে হোটেলহিমানীতে তন্দুরি তথা দক্ষিণী আহর্য, রাম্যাল থেকে নামলে Alfa Restaurant ও Goofa যথেষ্ট সুনাম আছে চীনা মিলের জন্য Golden Dragon -এ যাওয়া যেতে পারে। কাসীবাড়িতে বাঙালী সাহায্যের ব্যবস্থা মেল অগ্রিমকুপনে। এ ছাড়া কম খরচে ম্যালের নীচে চীনা ডিশনেওয়া যেতে পারে যেমন Chaice, Chung forChinese Food Shop, Kwon Tung Aunty's Chinese Food Shop, Sher-e-Punjab, Brothers and Metro Restaurant -এ।

মানালী ঃ— কুলুউপত্যকার উত্তরে হিমাচলের অন্যতম দর্শণীয় শহর মানালী। মহাপ্রলয়েরপর দিব্য তরণীতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামেন আদি পিতা মনু বিশ্রাম নিতে। মনু এখানে বসবাস করতেন।তার নাম অনুসারে ঐ জায়গায় নাম ছিলো মানালসু। কালো কালে নাম হয়েছে মনুরআলয় থেকে মানালী। মানব জন্মের শুও সেই থেকে বিপাশার তীরে মানালীতে।কুলু থেকে দূরত্ব ৪০ কিমি, উচ্চতা ১৯২৮ মিঃ। কুলু ভ্যালিরও শেষ এইমানালীতে। পাইন আর দেবদাতে ছাওয়া, তুষারমৌলী পাহাড়ে ঘেরাশান্ত সুনিবিড় পাহাড়ি শহর মানালী। সবুজের সমারোহ বেশী মানালীতে ।মানালী শহরের নিচু দিয়ে রয়ে ছলেছে বিপাশা আর অপরদিকে মানালসু নদী।পূর্ণিমার রাতে বিপাশার পাড় ধরেএগিয়ে চলুন, দেখবেন চাঁদের আলোয় পুরো মানালী শহর অভিসারিকার সাজেসেজে উঠেছে। মানালীর প্রাকৃতিকসৌন্দর্য সারা বিশ্ব আজওতুলনাহীন। তাই ভ্রমনার্থীরা অন্যান্য জায়গা রথেকেও ছুটে আসেন এই মানালীতে। আর উপভোগ করেন পুরো উপত্যকারসৌন্দর্য । মানালীর মূল জীবিকা আপেল চাষ। শতবর্ষ আগেব্রিটিশদের হাতে আপেলের চাষ আরম্ভ হয়। রক্তিমআভার সাথে সোনালী বর্ণের সুস্বাদুআপেল ফলে এই মানালীতে। আগষ্ট সেপ্টেম্বরে গাছ থেকে আপেল পড়ে জমে জমে পাহাড়েরসাথে পাল্লা দিয়ে মাথা তোলেআপেল ক্ষেত। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া আপেল নেয় না আপেল মালিক। এছাড়াপীচ, চেরী, আলুবখরা চাষ হচ্ছে এখন। আজকের শহর গড়ার আগে মানালী ছিলপাহাড় চূড়ায় ২২০০ মিঃ উচ্চে সুন্দর নৈসর্গিকপরিবেশে। শহরের মূল সড়ক ম্যাল অর্থাৎ বাস ও ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে শেষ হয়েছে।ট্যুরিষ্ট অফিস, হোটেল, রোস্তোরাঁ,দোকানপাট ও ট্রাভেল এজেন্টদের অফিস এই ম্যাল রোডের ধারেই গড়েউঠেছে। যাত্রীরা এবং মানালীরঅধিবাসীরা চলেছেন রামধনু রঙের পোষাক পরে।

মহাভারতে মেলে, হিড়িম্বরাক্ষসকে মেরে তার বোন হিড়িম্বা মানালীর জঙ্গলে ভীমকে বিয়ে করে। ভীমপত্নী হিড়িম্বা মানালীর দেবী। রিসেপশান সেন্টারের সামনে দিয়ে সার্কিটহাউসের বিপরীতে মানালসু হোটলকে ডাইনে রেখে পায়ে হাঁটাপথে ম্যালথেকে ১.৫ কিমি উত্তর পশ্চিমে ঢুংরি পাহাড়ে পাইন ও দেবদার ছায়ায় হিড়িম্বা মন্দির। কাকার্যময় সামনের ফটকে জীবজন্তু, দেবদেবীর নানান মুর্তি।মন্দিরের পাষাণবেদীতে বিষ্ণুর পায়ের ছাপ। আর দেবীমূর্তি পিতলের। জনশ্রুতি আছে, কালী অবতার রূপী দুর্গা দশেরাতে কুলুতে যান রঘুনাথজীর সঙ্গে মিলিত হতে।মহিষ বলি হয় মে মাসের উৎসবে। তবে আগেকার মন্দির আগুনে পুড়ে যাওয়ারপর নতুন করে মন্দির তৈরী হয়েছে আগেকার মন্দিরের আদলে।
গাড়ীর পথে বিপাশা পেতেই আরএক দর্শণীয় মানালী ক্লাব হাউস।দেবদার ছায়ায় সুন্দর নৈসর্গিক পরিবেশে নানা রকমইনডোর গেমের ব্যবস্থানিয়ে গড়ে উঠেছে।

মানালীতে ঢুকতেই বিপাশারপাড়ে দেবদা আর পাইনের ছায়াতে করনবিহার পাকটি অবশ্যই ঘুরে নেওয়াউচিত। সঙ্গে থাকছে বোটিংএবং আর ও ছোটদের জন্যছোটছুটি আর নানান ধারনের খেলার সরঞ্জামে সময় কাটানোর ব্যবস্থা।

শহরের আর এক আকর্ষণ মডেল টাউ নেঝলমলে প্লেয়ার ফ্লাগ শোভিততিববতীয় মন স্ট্রি।তিববতীয় ছবির সঙ্গে ওদের হস্তজাত নানান সম্ভার তৈরী প্রদর্শনী মেলেমনষ্ট্রিতে। এর কাছে ১৯৬৯তে গড়া গধান টেকছোকলিং গুম্ফাটিওদেখে নেওয়া যায়।

সাধারনত অক্টোবর-নভেম্বর মাসেমানালীর অবহাওয়া পরিস্কার থাকে । ঝকঝকে নীল আকাশ, পাহাড়ের মাথায় সোনা রোদের লুটোপুটি। আবার এই সময়ে পাহ াড়ের বুকে হালকা বরফ পড়া শু হয়ে যায়। প্রথম দিনমানালীতে পৌঁছে পছন্দের হোটেলে উঠুন। শরীরের জড়তা কাটিয়ে পায়েপায়ে বেড়িয়ে বিশ্রাম নিন। মানা লিতে কমপক্ষেতিন রাত থাকার ব্যবস্থানিয়ে যাবেন। পরদিন সকাল সকাল প্র াতরাশসেরে রোট াং পা সের উ দ্দেশ্যে পাড়ি দিন। স্ব াচ্ছন্দ্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাড়ায় নানারকম যানবাহনের ব্যবস্থা। বিপাশা নদীর ডান দি ক ধরে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে৫২ কিমি দূ রে রোটাং-পাস। এইদিকে পাহাড়ে শ্রেণী র গা ধূ ষরক্ষ আর ন্যাড়া। পাহাড়ের উঁচু শিরে চিরশুভ্র তুষারের রাজত্ব।পথের পাশে ছোট এক ছিদ্র দিয়ে অনবরত জল বেরিয়ে আসছে। এই জলস্থানীয়দের কাছে অতি পবিত্র জল। শহর থেকে পাঁচ কিমি দূ রে নেহে কুন্ডঅবস্থিত। ১৩ কিমি দূ রে সোলং উপত্যকা বিপাশা নদীর বাম তীরেঅবস্থিত। শক্তপোক্ত এক ব্রিজ দিয়ে বিপাশা নদীকে ত্রশ করেছোট গাড়ী বা অটো পৌঁছে যায় সোলং-এর বুকে। শীতের সোলং-এর রূপ আলাদা। উপত্যকা শীতে ১০ ফুট বরফেরতলায় হারিয়ে যায়। এখানে অ াইস স্কেটিংয়ের আসর বসে। মানালী থেকেরোটাংয়ের পথে ২৭ কিমি দূ রে রাহালা জলপ্রপাত।২৫১০ মিটার উঁচুপাহাড়ের মাথা থেকে রাস্তার ওপর গাড়িয়ে পড়ছে অপ রূপ ঝরণা। ডানদিকে মাড়ি গ্রাম এবংপরে বাঁদিকে রাণীনালা হয়ে রোটাং পাস। চারিদিকে বরফের সাম্র াজ্য। যেদিকে তাকাবেন মনে হবে বিদেশেএসে গেছেন। তীব্র হিমেল হাওয়ার মধ্যে বর ফেলুটোপুটি কন তারপর স্কিএবং জু তোভাড়া করে ছোটাছুটি কন। আর বরফ উপভে াগ কন।

পরদিন মানালী থেকে ৪০ কিমি দূ রেহিন্দু ও শিখতীর্থে র সমন্বয়েপার্বতী নদীর তীরে মণিকরণ ঘু রে নিন। যদি মনে ইচ্ছা হয় তবে এক রাতমণিকরণে থেকেও অ াসতে পারেন। মনিকরণে চারটি প্রধান আকর্ষণ—(ক) অপ রূপাপার্বতী নদীর উচ্ছলতা, (খ) শিখ গুদ্বার, (গ) শিবপার্বতীর মন্দির, (ঘ) উষ্ণজলের প্রস্রবন। শিব জায়াপার্বতীর মণিকুন্তল হারিয়ে যাওয়া এবং অনেক খোঁজের পর ফিরেপাওয়া ----এমন ঘটনার স্ম রণিকাহয়ে মণিকর্ণ পরে মণিকরণে রূপান্তর। উষ্ণকুন্ডেরজলের উষ্ণতা এতই তীব্র যে অনেককেই দেখা যায় চাল ডাল পুঁটুলিবেঁধে সেই জলে তা সেদ্ধ করে নিচ্ছেন। শিখ গুদ্বারের মধ্যে উষ্ণপ্রস্রবনের জলকে নল দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান করার কুন্ড তৈরী করেদেওয়া হয়েছে। মহিলাদের জন্য আলাদা স্নানের ব্যবস্থা আছে। শিখ গুদ্বারটিগু নানকের পদধূলি ধন্য।প্রন্থসা হেবেরউপদেশ বাণী নিয়ে অখন্ড পা ঠযোগওচলছে। আর চলছে লঙ্গরখানা। অসামান্য সেবা আর পুণ্যার্থীদের বিনা পয়সারভোজ। ধর্মীয় চেতনার ভ াব গম্ভির পরিবেশ।

কিভাবে যাবেন ঃ---- সিমলাথেকে ১০ ঘন্টার বাসপথে মানালী আর মাতি গাড়ী নিয়ে ছয় সাত জনের জন্যে২০০০ টাকা লাগবে। ম ানালী থেকেবাসে মণিকরণ ১৫০ টাকা, রোটাং পাস ১২৫ টাকা অ ার মানালীর দর্শনীয় স্থান মতিতে ৩০০ ট াকা । মাতি গাড়ীতে রোটাং পাস৮৫০ টাকা আর মণিকরণ ১২৫০ টাকা।

মানালী থেকে কনডাকটেড ট্যুরঃ—
(ক) সফর(১)---- নেহ কুন্ড, কোটি, গুলাবা, রহালাপ্রপাত, মাড়ি,রাণীনালা ও রোটাং আর সোলাং ভ্যালি। মাতিগাড়ী ১১৫০টাকা, টাটা সুমো১৬৫০ ট াকা।

(খ) সফর(২)----হিড়িম্বা মন্দির, মনুঋষি মন্দির, বশিষ্ঠও উষ্ণপ্রস্রবন, তিববতী গুম্ফা এবং ক্লাব হাউস—মাতি গাড়ী ৩০০ টাকা,টাটা সুমো হলে ৪৫০ টাকা।

(গ) সফর(৩)----বৈষ্ণো মন্দির, অ্যাঙ্গোরা ব্যাবিট ফার্ম, শমসি বাণিজ্যিকএলাকা, কাসোল উপত্যকা এবং মণিকরণ—মাতি ভ্যান ১১০০টাকা আর টাটাসুমো ১৬৫০ টাকা।

কোথায় থাকবেন ঃ---- ২৫০টাকা থেকে ৩৫০ টাকারমধ্যে হোটেল। ব্লু হেভেন (ফোন ঃ ৫২৮০২), গ্রিনল্যান্ড(ফোন ঃ৫৩০০৮), সিলভার মুন (ফোন ঃ ৫২৫২৯), মাউন্ড ভিউ (ফোনঃ ৫২৪৬৫), ৩৫০ থেকে ৭৫০ টাকার মধ্যে হিমগিরি (ফোন ঃ ৫৩০৮৫),হিলকুইন (ফোন ঃ ৫২১৬২), ডায়মন্ড(ফোন ঃ ৫৩০৮৫), ম ার্বেল(ফোন ঃ ৫২৩৮৬), সেন্ট্রাল ভিউ (ফোন ঃ ৫২৩১৯)

মানালীরSTD Code : 01902

কোথায় খাবেন ঃ---- খাবারহোটেল নানান থাকলেও তিববতীয় থুম্পা থেকে শু করে বাঙালির আলুভাতে বাআলুপোস্ত আজও মেলে মান ালীরহোটেলে। তেমনই মে লেদক্ষিণ ভারতীয় ইডলি-দোসা, গুজারা তিথালি, পাঞ্জাবী, মোগলাই ও চীনা মেনুর রকমারি ধাবা ছাড়াও নানান হোটেলে।আশিয়ানা ও চন্দ্রতাল রেস্টুরেন্ট এরও সুখ্যাতি আছে আহার্য পরিষেবায়।মোনালিসা ব্লু ড্রাগন, ময় ূরি চিন া খাবার প্রস্তুতে সিদ্ধহস্ত। গীতাঞ্জলীরেস্টুরেন্টে বসে গুজরাতী অথবা পাঞ্জ াবী খাবারের গন্ধেআপনার জিভেজল এসে যাবে।

কেনাকাটা ঃ---- হিমাচলভ্রমণে এসে মানালীর শাল চাই-ই-চাই। পশমিনার শাল ৫০০ থেকে ৫০০০টাকা।তেমনিই কিনতে মেলে ২০ টাকা থেকে ২০০ টাকায় ঝিবিখ্যাত কুলুর টুপি।আর লুধিয়ানার তৈরী নানান ধরনের উলের সোয়েটার সাধ্যমতো দামেপাওয়া যায়। ম্যালের সামনেই সবদোকান। একটু ভিতরে গ্র ামেগেলে শাল ফ্যাক্টরী থেকে শাল কেনা সস্তা পড়ে।

সিমলা আর মান ালী ভ্রমণকথা শোনালাম। ভালো লাগবে যদি ওখানে বেড়াতে যান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com